আমি রাজশাহীতে গিয়েছিলাম

সারা ইসলাম
শ্রেণি : ২য়, রোল : ৯
শিফট : দিবা

আমি আর আমার বাবা একবার রাজশাহীতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে সিএনজিতে চড়ে গাবতলীতে যাই, সেখান থেকে বাসে চড়ে আমরা রাজশাহীর পথে রওনা করি। বিকেল চারটার মধ্যে আমরা রাজশাহীতে গিয়ে পৌঁছি। সেখান থেকে আমরা মাইক্রোবাসে চড়ে র‍্যাব-৫-এর প্রধান মাহবুব আঙ্কেলের বাসায় যাই। রাতে আমরা সেখানে অবস্থান করি, পরের দিন সকালে আমরা রাজবাড়ী দেখতে যাই। খুব সুন্দর এই রাজবাড়ী। আমরা রাজবাড়ীর প্রতিটি ঘর ও ঐতিহাসিক জিনিসপত্র দেখি। সেখানে অনেক ধরনের ফুলের গাছও দেখতে পাই। এর পর আরো একটা ঐতিহাসিক মন্দির দেখতে যাই। মন্দিরটি অত্যন্ত সুন্দর কারুকাজ করা। মন্দিরের সামনে একটা বড় দিঘি আছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বাবাকে নিয়ে পুকুরের পানি নাড়ি। কিন্তু ভয়ও হচ্ছিল– যদি পড়ে যাই। সারাদিন ঘুরে বিকেলে আবার বাবার বন্ধুর বাসায় চলে এলাম। বাবার বন্ধুর বাসাটা খুব সুন্দর, সেখানে অনেকগুলো বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। খরগোশ, বিদেশি মুরগি, কবুতর আছে। আমি পাখিদের খাবার দিয়েছিলাম। পরের দিন আমরা ঢাকায় ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠেছি, আমি প্রথমবার ট্রেনে উঠলাম, কী মজা। চারদিকে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছি।

প্রথম নৌকা ভ্রমণ

সাদিয়া আফরিন সারা
শ্রেণি : ৫ম, (দিবা)
শাখা-খ

ভ্রমণ আমাদের জীবনের আনন্দদানের অন্যতম উৎস। রুটিনবদ্ধ প্রাত্যহিক জীবন যখন অসহ্য লাগে তখন ভ্রমণ আমাদের মনে এনে দেয় আনন্দের ছোঁয়া। ভ্রমণ একদিকে যেমন আনন্দের খোরাক জোগায় অন্যদিকে তেমনই সঞ্চার করে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে ভ্রমণের কোনো বিকল্প নাই। ছোটবেলা থেকেই আমি অনেক ভ্রমণপিপাসু। অজানাকে জানার অচেনাকে চেনার তীব্র আগ্রহ আমার মধ্যে। আমার এই ছোট জীবনে বাবা-মায়ের উৎসাহ ও সাহায্যের জন্য আমি অনেক ভ্রমণ করেছি। তার মধ্যে যে ভ্রমণটা আমাকে সব থেকে বেশি আনন্দ দিয়েছে তাহলো ভ্রমণ।

আমি শহরে জন্মেছি। বড় হয়েছি এই শহরে। যদিও আমাদের গ্রামের বাড়ি আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে। ছোটবেলা মা আমাকে নিয়ে নানার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেটা আমার স্মৃতিতে থাকার কথা নয়। বাসে, ট্রেনে ভ্রমণের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। কিন্তু নৌকাভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। সেই সুযোগেও একদিন এসে গেল। আমার ছোট মামার বিয়ে উপলক্ষে নৌকাযোগে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। সপরিবারে যাচ্ছি বলে বড় মামা একটা বালাম নৌকা ঠিক করে রেখেছিলেন আগের দিন।

যাত্রার বিবরণ : খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছেন। ছোট বোন মেহেক ও তার লাল জামাটা পরে প্রস্তুত। বড়মামা কাপড়ের ব্যাগ, টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদি গুছিয়ে ফেলেছেন। বাবা অফিস থেকে ছুটি পায়নি বলে আমাদের সাথে যেতে পারেনি।

সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা নৌকায় গিয়ে উঠলাম। প্রথমদিকে মায়ের কড়া শাসনে আমি চুপচাপ ছইয়ের মধ্যে বসে থাকলাম। কারণ আমি তো সাঁতার জানি না। কিছুটা ভয়ও লাগছে। তবে শরতের নদী বলে বেশ শান্ত। ছোট ছোট ঢেউয়ে নৌকা দুলছিল। শুয়ে শুয়ে ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখতে লাগলাম। শরতের আকাশ যে এত নীল হয়, তা আজই আমি প্রথম অনুভব করলাম। সাদা সাদা তুলোর মতো হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দূরে উড়ে যাচ্ছে গাঙচিল, মাছরাঙা, বকের সারি। মাঝে মাঝে ভট, বট শব্দ করে কেউ তুলে ছুটে যাচ্ছে পাল দিয়ে স্পিডবোট। বড় মামা টু-ইন-ওয়ানে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান শুনছে– 'মরমিয়া তুমি চলে গেছে, দরদিয়া আমার...। বড়ই দরদ দিয়ে গাওয়া গানের সুর আমাকেও ক্ষণিকের জন্য তন্ময় করে ফেলেছে।

মেহেক মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে নদীর পানিতে। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে নদীর পানিতে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে। কিন্তু মাকে বলতে মা প্রচণ্ড একধমক দিলেন। আমাকে ধমক দিতে দেখে মামা মহাকৌতুকে হেসে উঠলেন আমি এখনো ছোট রয়ে গেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন ছায়াছবির কোনো দৃশ্য দেখেছি। ততক্ষণে পালে হাওয়া লেগেছে। দূরে ছোট ছোট দোকানপাট, হাটবাজার, দালান, ঘরবাড়ি, গাছপালা দেখতে পেলাম। পেছনে আবছা ছায়ার মতো দিগন্ত। নদীর ঘাটে কেউ কাপড় ধুচ্ছে, মেয়েরা ঘোমটা মাথায় থালা-বাসন মাজছে, কেউবা শিশুকে গোসল করাচ্ছে। ভরা কলসি হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গ্রাম বধূ। কিশোর দামাল ছেলেরা নদীর ঘোলাজলে সাঁতার কাটছে। জেলেরা জাল বইছে। কেউ গরু গোসল করাচ্ছে নদীর জলে। এক জায়গায় দেখলাম একসাথে অনেকগুলো সারিবাঁধা নৌকা। কোনো কোনো নৌকা

থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ছইয়ের ওপর রোদে দেওয়া শাড়ি। বড় মামা বললেন, ওগুলো বেদের নৌকার বহর।

বেলা তিনটার দিকে আমরা তালতলির ঘাটে গিয়ে পৌঁছলামা। তালতলির বাজারটা ঘুরে দেখা আমার খুব শখ। তালতলির বাজারে একটা ভাঙাচোরা চায়ের স্টলে চা খেলাম। গরুর খাঁটি দুধের চা। আমার কাছে অমৃতের মতো লেগেছে। এখান থেকে আমাদের নৌকা ধলেশ্বরী হয়ে একটা ছোট খালে প্রবেশ করলাম। দুপাশে শান্ত সুন্দর বাড়িঘর। মাঝে মাঝে বর্ষায় পানিতে ভেসে থাকে সবুজ ধানক্ষেত, কচুরিপানার রঙিন ফুল আর জলজ উদ্ভিদের মদির গন্ধ, পানকৌড়ি আর ডাহুকের ডাক, ভেসে বেড়ানো হাঁসের দল, কাশফুলের শুভ্র হাতছানি সব মিলে বাংলার অপরূপ রূপ দেখে আমি মুগ্ধ। মনে মনে বললাম, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। সার্থক আমার নৌকা ভ্রমণ।

ঘুরে এলাম কুয়াকাটা

সুবর্ণা ইসলাম
শ্রেণি : ৫ম, রোল-৪১
শাখা : ক

কোরবানির ঈদের ছুটি পেলাম ১০ দিন। ছুটি মানে আনন্দ আর আনন্দ। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়, মা বলে চল তোর নানার বাড়ি যাই। আর বাবা বলে চল যাই দাদার বাড়ি। আমি আর আমার ভাই একসাথে বলে উঠি সব ঈদেই তো যাওয়া হয় দাদার বাড়ি ও নানার বাড়ি। এবার চলো অন্য কোথাও যাই। সব সময়তো বাস, রিকশা আর অটো করে বেড়াতে যাই। এবার যাব নদীপথে। আর নদীপথ বলতে লঞ্চ। সিদ্ধান্ত হলো বরিশাল যাবো। চিৎকার করে উঠি বরিশাল মানেই কুয়াকাটা। চলো ঘুরে আসি কুয়াকাটা।

মা বলে তোর ফুফুরতো বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে তাই আমাদের সাথে যেতে পারছে না। তাহলে তোর খালামণিকে নিয়ে যাই। আমি বললাম ঠিক আছে। তাহলে খালামণিকে আসতে বলো, খালামণি ঠিক সময়ে আমাদের বাসায় এসে পৌঁছাল। মা তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। সদরঘাটের উদ্দেশ্যে। আমরা সদরঘাট পৌঁছালাম ৭টায়। লঞ্চঘাটে গিয়ে দেখি এত বড় বড় আকাশ ছোঁয়া লঞ্চ দেখে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমরা ৭:৩০ মিনিটে লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চে ওঠার মজাই আলাদা। এই প্রথমবার আমি লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চের ভিতরে বিরাট জায়গা এদিক-ওদিক চলাফেলা করা যায়। ঠিক সময়মতো লঞ্চ ছেড়ে দিল।

আমি আর আমার ভাই মা-বাবা আর নুর জাহান খালামণি চাদর বিছিয়ে একসাথে গোল হয়ে বসি এবং মাঝখানে রাখা হয় খাবার। কিছুদূরে যেতেই দেখি চারদিকে পানি আর পানি কোথাও কোনো জনমানব নেই। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা আর তারা। হাজার তারার মাঝখানে একখানা চাঁদ সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝরাতে আমি আর ভাই ঘুমিয়ে পরি। মা-বাবা ও খালামণি ঘুমায়নি। খালামণি বলে তোরা ঘুমিয়ে থাক রাতের শেষভাগে চাঁদের লাল আলো ঢেউয়ের উপর দোল খেলো। আমরা ভোর ৫টায় নেমে গেলাম পটুয়াখালী লঞ্চঘাটে। আমরা উঠি আমার এক চাচার বাড়ি। চাচি আমাদের দেখে খুশি হলো। আমরা হাত মুখ ধুয়ে সকালের নাশতা শেষ করি। তারপর বিশ্রাম নিলাম। ঐ দিকে চাচি আর মা মিলে দুপুরের খাবার রেডি করল। দুপুরের খাবার শেষ করে চাচিকে বললাম আমরা আগামীকাল, আমরা কুয়াকাটা ঘুরতে যাব। চাচা বলল, ঠিক আছে আমি তোমাদের নিয়ে যাব। আনন্দে রাত আর কাটে না।

আমরা সকাল সকাল উঠে তাড়াতাড়ি করে রেডি হই। চাচি আমাদের দুপুরের খাবার তৈরি করে দিল। প্রথমে বাসে উঠি দুইবার বাস বদলাতে হয়। ৮টায় বের হলাম, পৌঁছলাম ১২টায়। বাস থেকে নেমে দেখি বিরাট এক সাগর। মনে হয় যেন এটাই বঙ্গোপসাগর। সাগরের ঢেউগুলো যেন আমাদের কাছে আসতে চাইছে। সাগরের শোঁ শোঁ শব্দের ঢেউ যেন শিউরে ওঠে শরীর। চারদিকে আনন্দের মেলা বসেছে। আনন্দ উপভোগ করতে করতে দুপুরে খাবারের সময় এসে গেল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা নৌকায় গিয়ে বসি। ঐ নৌকায় বসে দুপুরের খাবারটা শেষ করি। নৌকায় বসে খাবার খাওয়ার মজাই আলাদা। সেই সময়টুকু যেন স্মৃতি হয়ে থাকবে। হাঁটতে হাঁটতে দেখি সাগরের তীরে শামুক ও ঝিনুকের মেলা। আমরা শামুক-ঝিনুক কুরালাম। কুরাতে কুরাতে দেখলাম এক ফেরিওয়ালা ভাটিয়ালি গানের সুরে ঝালমুড়ি বিক্রি করছে। আমরা মুড়ি কিনে খেলাম। আমাদের মতোই অনেক মানুষ এসেছে এই সাগর দেখতে আর আনন্দ উপভোগ করতে। সাগরের মাঝে দেখা গেল সেই সাম্পান মাঝির সাম্পান নাও। সবাই বলে এ সাগরে সূর্য দেখা যায়, আমরাও সেই সূর্য ডোবার দৃশ্য দেখলাম চারদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দৃশ্য দেখে মন যেতে চাইছে না। তবুও যেতে হবে। বিদায় কুয়াকাটা।

ইংরেজি

নিত্য-নতুন জানতে হলে
ভাষা শেখা চাই;
সবার উপর রয়েছে জেনো
আন্ড়র্জাতিক ইংরেজিটাই।
নিজের ভাষা সবার উপর
তুলনা তার নাই;
পৃথিবীটা ঘুরতে হলে
ইংরেজি জানা চাই।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

ছড়া
Love
Nishi Tabassum
Class : IV , Roll : 38
Section : A, Shift : Morning

The Bee loves honey,
Some man love money.
Some man love fun
But day loves sun
Sky love freedom
King loves, his kingdom
I love my father, mother;
Sister and brother,
I love good thing
I hate every sin.

Love
Nafisa Akter
Class : X , Roll : 15
Section : A, Shift : Morning

Love is a friendship.
Love is a good feeling.
Love is a moonlit night.
Love is a best memory.
Love is an immortal thing.
Love is a beautiful scenary of life.
Love is a heart beat.
Love is a pulse.
Love is a baby's smile.
Love is a glitteriny pearls.
Love is a mind blowing thought.
Love is a bird's chreeping.
Love is a third-eye in mind.
Love is a indicator of happiness.

Poem
What is life?
Afsana Akter Mim
Class : X , Roll : 08
Section : A (Science), Shift : Morning

Do you know
What is life?
I think
It is one type of fight.
Life is a bed of thorn,
And it's starting point is birth
It's finishing point is death.
Your life will be a bed of rose,
If the doors of bad deeds are closed.
If you always speak the truth,
The fruits of your deeds will be good.

So try to be honest,
And it will bring you happiness.

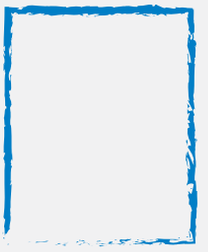

Leaving behind memories
Resha Karin Rahman
Class : X , Roll : ==
Section : A, Shift : Morning

The life is beautiful
The world is wonderful,
The people are sincere
My friends are friends.
My parents are loving.
My teachers are kind.
My school is a place which is great
The time is runing
I have to go.
So Goodbye the school
Goodbye my teachers
We are going to leave,
Please keepus in the deepest corners of your heart.

English Riddles and Bangla Riddles

Rubaiyat Aysha Nur
Class : VI , Roll : 15
Section : B, Shift : Morning

1. What can be seen once in a minute
   Twice in a moment
   And never in a thousand years?
   Ans : The letter M

2. I am not alive
   but I have five fingers
   Who am I?
   Ans : A glove.

3. People buy me to eat
   But never eat me
   Who am I?
   Ans : A Plate.

4. Feed me, and it will give me life
   But give me a drink
   And I will die. What am I?
   Ans : Fire

শিক্ষকের লেখা

শিক্ষকেরা শেখান ছাত্রীরা শেখে
সোনামণি শিক্ষার্থীরা কত কী লেখে।
ছড়া-কবিতা-গল্পে ভরা 'উত্তরণ' পত্রিকা
যৎ-সামান্য লিখেছেন হেথা
শিক্ষক-শিক্ষিকা।
ছাত্রী-শিক্ষক মিলে উত্তরণের আয়োজন
মন দিয়ে লেখাগুলো পড়া প্রয়োজন।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

সমাজ সংস্কারে সালাতের ভূমিকা

আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা

সমাজ সংস্কারে সালাতের ভূমিকা কী তা সহজভাবে উপলব্ধি করতে হলে বিষয়টির প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সমাজ কী? সংস্কার বলতে কী বুঝায়? সালাতের যথার্থ অর্থ কী?– এই তিনটি বিষয় পরিষ্কার হলে সহজেই বোঝা সম্ভব– একটি সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সাধনে সালাত কীরূপ ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজ বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রকারে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা আত্মস্থ করলে আমরা সহজভাবে বলতে পারি– সমাজ হলো কোন স্থানে বসবাসকারী এমন একটি জনগোষ্ঠী যা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিপালন ও সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতির অবস্থান করে। একটি আদর্শ সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

ক) জনসমষ্টি
খ) নির্দিষ্ট স্থান ওসহবস্থান
গ) সুনির্দিষ্ট প্রথা ও নীতিমালা
ঘ) দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন
ঙ) পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ
চ) শান্তি ও সম্প্রীতি

ধর্ম-বর্ণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পেশা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এক একটি সমাজ সংগঠিত হয়। যেমন– মুসলিম সমাজ, হিন্দু সমাজ, ককেশীয় সমাজ, দ্রাবিড় সমাজ, আরবি, আজমী, মালয়ী সমাজ, কৃষক, জেলে, তাঁতী, মুচি সমাজ ইত্যাদি। সংস্কার করা অর্থ সংশোধন পুনর্গঠন পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করা। যখন কোনোকিছু তার যথার্থ মান, অবস্থান বা পরিণতিতে থাকে না তখন তাকে কাঙ্ক্ষিত মানে বা অবস্থানে আনার নামই সংস্কার। যখন কেনো সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাব পরিলক্ষিত হয় তখন সে সমাজকে পুনরায় আদর্শ মানে নিয়ে আমার নাম হলো সমাজ সংস্কার।

পৃথিবীতে বহু খ্যাতনামা ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজের বিভিন্ন রকম সংস্কার সাধন করেছেন। সংস্কারকের চিন্তা-জ্ঞান-বিশ্বাস ও আদর্শের আলোকে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন করলে সংস্কারের যে মোক্ষম হাতিয়ারগুলো আমাদের সানে আসে তা নিম্নরূপ :

ক) মানসিক বিপ্লব।
খ) জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকরণ।
গ) জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা।
ঘ) সুনির্দিষ্ট আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করা।
ঙ) আত্মত্যাগ, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ, পারস্পরিক মঙ্গল কামনা ইত্যাদি সৎগুণে গুণান্বিত হবার আহ্বান জানানো।
চ) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ইনসাফভিত্তিক আদর্শের কঠোর বাস্তবায়ন।
ছ) জনগনের মঙ্গল, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা চালানো।

ক্রমিক ধারায় এ সকল পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যম কোনো অধঃপতিত সমাজের দ্রুত সংস্কার সাধন সম্ভব।

এখন সালাত কী? কীভাবে আদায় করতে হয়? এর উদ্দেশ্য কী? সালাতের ঐতিহাসিক ও শাশ্বত ভূমিক কী? এটা বাধ্যতামূলক কেন ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর সামান্য আলোকপাত করলে বর্তমান সমাজ সংস্কারেও যে সালাত অবশ্যম্ভাবী ও বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে তা আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হতে বাধ্য।

ঈমান আনার পর সালাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান মৌলিক ইবাদত– আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত একমাত্র জীবনাদর্শের প্রতি আনুগত্যের এক প্রকৃষ্টতম ও অত্যুজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। একজন মানব সন্তান তদীয় সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ও বিশ্বাসী হবার পর এর সর্বপ্রথম নিদর্শন স্বরূপ তার উদ্ধত মস্তক সালামের নিয়মতান্ত্রিক সৌম্য মধুর আত্মিক ও শারীরিক মহড়ার মাধ্যমে অবনত করে। চিন্তাশীল, যথার্থ জ্ঞানী গবেষক ও সত্যসন্ধানীগণ পৃথিবীর ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পরিচালনা, স্থিতি ও সকল খোদায়ী কার্যক্রম দেখে যখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উপলব্ধি করে যে, সকল কিছুর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য এবং মহান কুশলী হাত রয়েছে– তখন কৃতজ্ঞতায়, আবেগে তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত মস্তক ও আল্লার অসীম কুদরতের কাছে নত হয়ে আসে। এই স্বাভাবিক নত হবার শিল্পসম্মত মাধ্যমেই হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের বুদ্ধি-জ্ঞান-কর্ম ইত্যাদির সংকীর্ণতার স্বীকৃতি দান করে মহান রাব্বুল আলামিনের অসীম জ্ঞান, কুদরত, মহানুভবতা, প্রতাপ, ক্ষমতা, সমতা ইত্যাদি গুণের কাছে নতি স্বীকার করে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার সকল বিধি-নিষেধ সামগ্রীর জীবনে প্রতিপালনের কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে আনুগত্য প্রকাশের জন্য কোন কোন আঙ্গিকে মস্তকানবত করার অর্থাৎ সালাত আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। সর্বশেষে ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হযরত মুহম্মদ (সঃ)কে তাঁর রিসালাত ও সমাজ সংস্কারের কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল-আলামিন আরশে মুয়াল্লায় ডেকে নিয়ে সমাজ সংস্কারের যে সর্বোৎকৃষ্ট ও শাশ্বত পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিলেন

তাহলো নিয়মিত প্রত্যহ পাঁচবার অত্যন্ত 'খুসু খুজু'র (একাগ্রচিত্তে) সাথে সালাত আদায় করা। যে নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে, প্রচার করে বা আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝায় যে সে মুসলমান তার জন্য সালাতের বিধানকে আল্লাহপাক ঐচ্ছিক রাখেননি– করেছেন আবশ্যিক। তার একমাত্র কারণ হলো সালাতের যথার্থ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোন জাহিলী সমাজকে শান্তির সমাজে রূপান্তর তথা সমাজ সংস্কার অসম্ভব। সত্যকে অগ্রাহ্যকারী চক্ষুষ্মান অন্ধ ব্যক্তিগণ যুক্তিহীনভাবে একথা প্রকাশ্যে মানতে দ্বিধা করলেও সভ্যতার ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করছে।

"ওসা খলাকতা জ্বিনা ওয়াল ইনছা ইল্লা লি ইয়া বুদুন।"

–আল্লাহ পাক মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত অর্থাৎ দাসত্ব করার জন্য। এ দাসত্ব করার মাঝে আল্লাহ নিজস্ব কোনো লাভ-ক্ষতি নেই বরং মানুষই এর দ্বারা দুনিয়ায় শান্তিতে বসবাস করতে ও আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে সক্ষম হবে। দুনিয়ার শান্তি অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার মাধ্যম হলো দুনিযাতে আল্লাহর দাসত্ব করা বা তাঁর আইন মেনে চলা, অন্যকথায় ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা। সালাত এমনই এক প্রশিক্ষণ যার মাধ্যমে মানুষকে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন প্রতিপালনের মাধ্যমে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ পাক বলেন, "পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায়ের পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, তথায় আল্লাহর দান বা জীবিকার সন্ধান কারো, এ সময়গুরো আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"

(আল্‌জুমায়া-১০)

মানুষ জীবিকার্জন, ক্ষমতার্জন এবং ক্ষমতার ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রেই বেশি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় ও জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত থাকলে সে অন্যায় করতে পারে না– অধিকার হরণ করে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষ সমাজ জীবনের এক একটি অংশ। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম যে কোনটি মানুষ তার নিজ সৎগুণগুলোর বা অসৎ কাজের মাধ্যমে করতে পারে। সালাত মানুষের সৎগুণগুলোর প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও লালন করে এবং অসৎ দোষগুলো দমন করে রাখে। এভাবেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। রাব্বুল আলামিন সালাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন, "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।" কুরআনুল কয়ীমে শিরক, হত্যা, জিনা সুদ, ঘুষ, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, গীবত, তোহমত, অসৎ ব্যবহার, এতিমের মাল আত্মসাৎ, অপরের অধিকার নষ্ট করা ইত্যাদি শত শত অন্যায় কাজকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কাজ সমাজে অশান্তি ডেকে আনে। এর সাথে সাথে যাকাত, ওশর, ফিৎরা আদায় সকলের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান ইত্যাদির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আত্মীয় প্রতিবেশী, এতিম, মিসকিন, পথচারীর পাওনা বুঝিয়ে দেয়া, মজলুমকে জুলুমকারীর কবল থেকে রক্ষা করা, সর্ববিধ অন্যায় কাজ বন্ধ করে ন্যায়-কাজ চালু করা ইত্যাদি সৎ কাজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে– যা পালিত হলে বা যথার্থভাবে আদায় হলে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাসূলে করীম (সঃ) বলেন, "তোমাদের মহল্লার পাশে যদি প্রবাহিত একটি ঝরনা থাকে এবং তাতে তোমরা নিয়মিত প্রতিদিন পাঁচবার উত্তমরূপ গোসল কর, তবে কী তোমাদের শরীরে কোনরূপ ময়লা থাকতে পারে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, না।' রাসুল (সঃ) বলেন, তবে তোমরা জেনে রাখো, তোমরা নিয়মিত পাঁচবার জামায়াতে সালাত আদায় করলে তোমাদের সমস্ত অন্যায়-অভ্যাস দূর হয়ে পবিত্র হতে পারবে।"

নামাযী অর্থাৎ সালাত আদায়কারী প্রতিদিন পাঁচবার পবিত্র হয়ে, ওজু করে, তাকবীর, দিয়ে, নিয়্যত শুদ্ধ করে, ছানা, ফাতিহা, কুরআনের আয়াত পড়ে, রুকু-সিজদা করে, তাশাহুদ পড়ে, নবী (সঃ) ও সৎকারকারীদের প্রতি দরুদ পড়ে আল্লাহর কাছে বারবার ঐ সকল অন্যায় কাজ না করার ও সমস্ত সৎ কাজগুলো করার প্রতিজ্ঞা করে। অন্তর দিয়ে বুঝে-শুনে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনেও প্রতিজ্ঞা করার মাধ্যমেই ব্যক্তি চরিত্র পুত-পবিত্র হয়ে মানুষ সৎ কর্মশীল হয় এবং সমাজের জন্য সে একজন শান্তির প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদি এভাবে ট্রেনিং পেতে থাকে ও সৎকর্মশীল হয় তাহলে সমাজে এক আদর্শ বিপ্লব সাধিত হতে বাধ্য। রাসুলে করীম (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশিদার যুগে তৎকালীন সমাজে এরূপ সর্বাত্মক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লব সাধন করার দায়িত্ব দিয়েই আম্বিয়াকেরামগণকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেছেন– এখন এ দায়িত্ব প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির। মহান আল্লাহ পাক বলেন, "প্রতিটি হুকুমাত পরিচালনা করবেন এমন সব লোক, যারা পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণকে নেক, ন্যায় ও সৎ কাজের হুকুম দেয়, আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখে।"

(সূরা হজ)

ইসলামী সরকারের প্রধান যে চারটি দায়িত্ব তার সর্বপ্রথমটিই হলো সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমেই শঠতা, অন্যায়, অত্যাচার, খুন, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণ, অধিকার খর্ব করা, সমস্ত প্রকার নিপীড়ন বন্ধ করে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ পরিগঠন আগেও যেমন সম্ভব ছিল– এখনো তেমনি সম্ভব। আর যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই তবে দুনিযাতে যেমন আমাদেরকে জিল্লতির জীবন যাপন করতে হবে, আখিরাতেও তেমনি কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহপাক প্রত্যেক ঈমানদারকে একাগ্রচিত্তে ও যথার্থভাবে সালাত আদায় করে সুন্দর সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালনে তৌফিক দান করুন।